



তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের
উপর ভীম ছোঁড়ার
প্রবণতা কমাচ্ছে



২৫ লক্ষের বদলে
শহিদ পরিবার
পেয়েছে ২ লাখ



প্রধানদের বদলে
দায়িত্ব পাচ্ছেন
আধিকারিকরা



শিক্ষামন্ত্রীর
পদত্যাগ মিছিল
শান্তিনিকেতনে

পঞ্চগয়েত ভোটে টিকিট বিক্রির বিস্ফোরক অভিযোগ

সুপ্রভাত বাংলা: টাকার বিনিময়ে পঞ্চগয়েতের পদও বন্টন করা হয়েছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন স্বতন্ত্র শিবিরের নেতা তথা চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার মালদহে এক প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইঙ্গিতেই এই টিকিট বন্টনের প্রক্রিয়া চলেছিল এবং নবজোয়ার কর্মসূচির আড়ালে আইপ্যাক ও ক্যামাক স্ট্রিটের একটি অংশের যোগসাজসে এই অনিয়ম হয়েছে। একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচিকে সামনে রেখে মালদহের চাঁচল থানা পাড়া এলাকায় স্বতন্ত্র শিবিরের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি এবং চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, ২০২৩ সালের পঞ্চগয়েত নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এবং দলের অনেক কর্মী শুধুমাত্র অর্থের অভাবে টিকিট পাননি। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পঞ্চগয়েত নির্বাচন ছিল কিছু নেতার কাছে ব্যবসার ক্ষেত্র। তাঁর অভিযোগ, যাঁদের কাছে টাকা ছিল, তাঁরাই টিকিট পেয়েছেন। শুধু টিকিট নয়, নির্বাচনের পরে পঞ্চগয়েতের বিভিন্ন পদ পাওয়ার ক্ষেত্রেও টাকা লেনদেন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল না বা যারা টাকার বিনিময়ে টিকিট নেওয়ার বিরোধী ছিলেন, তাঁরা দলের সঙ্গে থাকলেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, মালদহে এই বিষয়টি সকলেরই জানা। তাঁর দাবি, জেলার সাধারণ মানুষ এমনকি ছোটরাও জানে, ২০২৩ সালের পঞ্চগয়েত নির্বাচনে টিকিট বন্টনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির টাকার বিনিময়ে প্রার্থী নির্বাচন করেছিলেন। শুধু মালদহ নয়, রাজ্যের একাধিক জেলায় একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল বলেও তিনি দাবি করেন। এই অভিযোগের তদন্ত হবে বলেও জানিয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির পর দলের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। এরপর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটিতে আইনজীবী, বিধায়ক-সহ বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের রাখা হবে। তদন্ত শেষে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দলের চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সভাপতির কাছে জমা দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতের পঞ্চগয়েত নির্বাচনে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। দলের দীর্ঘদিনের কর্মী এবং যোগ্য ব্যক্তিদেরই টিকিট দেওয়া হবে, যাতে অতীতের অভিযোগ আর না ওঠে। তবে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস বা আইপ্যাকের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক

মিসাইল বৃষ্টি, ৫০ জনের মৃত্যু



সুপ্রভাত বাংলা: লাবনী মান্না: পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তা এখন পূর্ণমাত্রার সামরিক সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। এর ফলে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, বিশ্বজুড়েই নিরাপত্তা এবং জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, সাম্প্রতিক হামলায় আরও এক মার্কিন সেনার মৃত্যু হয়েছে জর্ডানে। এর আগে দু'জন মার্কিন সেনাও প্রাণ হারিয়েছিলেন। জর্ডানে মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার ভোরে ইরানের একাধিক সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বড়সড় হামলা চালায় আমেরিকা। মার্কিন সেনার দাবি, এই অভিযানে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-র বিভিন্ন ঘাঁটি, উপকূলীয় নজরদারি ব্যবস্থা, বিমান প্রতিরক্ষা কেন্দ্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার উদ্দেশ্য ছিল হরমুজ প্রণালির উপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করা এবং জর্ডানে মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার জনাব দেওয়া। মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রকাশ করা ভিডিওতে যুদ্ধবিমান এবং সমুদ্র থেকে ছোড়া টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। কয়েকটি লক্ষ্যবস্তু পাহাড়ি এলাকায় ছিল, যেখানে ইরান সাধারণত ক্ষেপণাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গোপন করে রাখে বলে দাবি করেছে আমেরিকা। অন্যদিকে, ইরানও পাল্টা আক্রমণ জারি রেখেছে। ইরানি বাহিনী জর্ডানের দিকে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে ইরান দাবি করেছে,

আমেরিকা তাদের একটি নির্মীয়মাণ পরমাণু কেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছে। এর কঠোর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। সংঘাতের জেরে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল আবারও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশের অপরিশোধিত তেল এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে এই রুট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কয়েক দিন আগেই এই প্রণালিতে চলাচলকারী দুটি জাহাজে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার জন্য আমেরিকাকেই দায়ী করেছিল ইরান। উত্তেজনার প্রভাব পড়েছে উপসাগরীয় দেশগুলিতেও। কুয়েতের একটি বিদ্রোহী উৎপাদন ও জল পরিশোধন কেন্দ্রে হামলার খবর মিলেছে। বাহরিন, জর্ডান এবং কুয়েত নিজেদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করেছে। সম্ভাব্য ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। ইজরায়েলও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র তাদের ভূখণ্ডেও আঘাত হানতে পারে। মার্কিন সেনাবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, জর্ডানের সামরিক ঘাঁটিতে ইরানি হামলায় দুই মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন, একজন নিখোঁজ এবং আরও চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৬ জন মার্কিন সেনার মৃত্যু হয়েছে এবং ৪৩০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, ইরানের দাবি, সাম্প্রতিক মার্কিন হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত এবং ৫১৭ জন আহত হয়েছেন। দুই দেশের এই সংঘাত কবে থামবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পরিস্থিতি যোভাবে দ্রুত অবনতি হচ্ছে, তাতে পশ্চিম এশিয়ায় আরও বড় সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে।

তৃণমূল বিধায়কের পদত্যাগ চেয়ে পোস্টার



১১ হাজার শূন্যপদ, পিএসসি'র মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ ডিসেম্বরে



সুপ্রভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার: আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। আর জেলা স্তর থেকে নয়, এবার থেকে সরাসরি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি-র মাধ্যমে পঞ্চগয়েতে কর্মী নিয়োগ করা হবে। এই মেগা নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের পথে হাঁটছে প্রশাসন। বিধানসভায় এই ঘোষণা করলেন রাজ্যের পঞ্চগয়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই বিশাল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে মোট ১১ হাজার শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করবে পঞ্চগয়েত দফতর। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কর্মসংস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

অধিকারী বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ১ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দিশাতেই এক বড় পদক্ষেপ করল সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল কর্মী সঙ্কটে ঝুঁকছে রাজ্যের একাধিক গ্রাম পঞ্চগয়েত। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে ব্যাহত হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়নের দৈনন্দিন কাজ। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে গ্রামীণ প্রশাসনকে। এই প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতেই এবার দ্রুত শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিধানসভায় পঞ্চগয়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ শূন্যপদের কারণে সৃষ্ট সমস্যার কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, "কর্মীর অভাবে পঞ্চগয়েতের কাজ করা যাচ্ছে না। তাই

এই নিয়োগ হবে।" এতদিন পর্যন্ত পঞ্চগয়েতে কর্মী নিয়োগের একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামো ছিল। জেলা স্তর থেকেই মূলত এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হত। এর জন্য নির্দিষ্ট পঞ্চগয়েত আইনও কার্যকর ছিল রাজ্যে। কিন্তু নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই নিয়োগ ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা এবং গতি আনতে এই নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক হয়েছে, আর বিচ্ছিন্নভাবে জেলায় জেলায় নয়, এবার থেকে পুরো রাজ্যের পঞ্চগয়েত নিয়োগ প্রক্রিয়াটি হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। আর এই গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের স্বশাসিত সংস্থা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে। এই বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, "নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে এই নিয়োগ হবে

কেন্দ্রীয়ভাবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে।" যেহেতু পুরনো পঞ্চগয়েত আইন অনুযায়ী এতদিন এই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলত, তাই পিএসসি-কে নতুন করে এই দায়িত্ব দিতে গেলে আইনি কাঠামোগত পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণেই পঞ্চগয়েত আইনে বড়সড় সংশোধনী আনতে চলেছে সরকার। খুব শীঘ্রই এই আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিয়োগের পথে এগোবে প্রশাসন। আইন সংশোধনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বিধানসভায় বলেন, "যেহেতু এতদিন এই নিয়োগ হত পঞ্চগয়েত আইনের মাধ্যমে, এখন তা স্বশাসিত সংস্থা পিএসসির হাতে চলে যাচ্ছে। তাই আইনি সংশোধন করতে হবে।" কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও

বামেরা প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে জিহাদিদের ভাষায় কথা বলবে

সুপ্রভাত বাংলা: যদিও বহু আগেই তিনি নিজ দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আপাতত থাকছেন দিল্লিতে। বহুদিন ধরেই আক্ষেপ ছিল বাঙালি হয়েও কলকাতায় প্রবেশের অধিকার কেড়ে নিয়েছে তাঁর থেকে বামেরা। এমনকী, তৃণমূল সরকার তাঁদের ১৫ বছরেও তসলিমাকে কলকাতায় পা রাখার অনুমতি দেননি। তবে পালা বদলের পর বঙ্গে বিজেপি আসতেই অবস্থার বদল। যদিও বিজেপি সরকারের কোনো অনুষ্ঠানে নয়, তসলিমা আসছেন 'সেকুলার মিশন' নামে একটি সংগঠনের আমন্ত্রণে। সম্প্রতি নিজের একটি ফেসবুক পোস্টে বামদেবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন তিনি। দাবি, এত বছর পর কলকাতায় ফিরছেন তিনি, কিন্তু কিছু বাম নেতা সেটাকে নিয়েও তির্যক মন্তব্য করছেন। তসলিমার দাবি তিনি যে মুসলিম সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে চান, তা পছন্দ নয় বামদেবের। তসলিমা তাঁর ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'আমাকে কি বিজেপি কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে? না। আমাকে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ে যাচ্ছে? না। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সরকার শুধু আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। আমি যে রাজ্যেই যাই, সেখানে যে রাজনৈতিক দলেরই সরকার থাকুক না কেন, সেই সরকারই আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এটাই স্বাভাবিক প্রশাসনিক দায়িত্ব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাম নেতা আমাকে দোষ দিচ্ছেন—আমি কেন কলকাতায় যাচ্ছি! তাঁরা আমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়িয়েছিলেন; এখন আমি সেই রাজ্যে পা রাখা মানেই নাকি আমি হিন্দুত্ববাদী, আমি বিজেপি আর এস এস '। তসলিমা প্রশ্ন তোলেন, বহুব্যক্তি তিনি কেরালার বাস সরকারের আমলে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে গিয়েছেন। সেখানে তাঁর জন্য জন্য জেড প্লাস নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। কেন তখন কলকাতার বাম নেতারা তাঁকে 'বামপন্থী' বলে গালি দেননি। এখন তাহলে তাঁর গায়ে কেন দেওয়া হচ্ছে 'আরএসএস' তকমা? লজ্জা! লেখিকার দাবি, 'আসলে আমরা যারা মুসলিম সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনতে চাই, মুসলিমদের শিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক করতে চাই, ধর্মাত্মতা, অজ্ঞতা ও বর্বরতা থেকে মুক্ত করতে চাই, নারীর সমানাধিকার ও মানবাধিকার চাই, বৈষম্যমূলক ইসলামী আইনের বদলে সমানাধিকারের ভিত্তিতে প্রণীত আধুনিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাই—বাম নেতাদের অনেকেই তা সহ্য করতে পারেন না। তাঁরা চান মুসলিম সমাজ চোদ্দশো বছর আগের নারীবৈষ্যি, ধর্মাত্ম ও অসহিষ্ণু সমাজ হিসেবেই পড়ে থাকুক। মুসলিম সমাজের সংস্কার যাঁরা চান, তাঁদের তাঁরা শত্রু মনে করেন; এবং আমরা সকলেই জানি ইসলামী মৌলবাদীদের তুণ করতে তাঁদের কোনও দ্বিধা নেই। এই কারণেই আমার পশ্চিমবঙ্গে ফেরা নিয়ে তাঁদের এত রাগ, এত ক্ষোভ, এত মিথ্যা প্রচার। এই বামরা কি কোনও দিন মানুষ হবেন না? আর কত দিন তাঁরা প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে জিহাদিদের ভাষায় কথা বলে যাবেন?'

তিন জেলায় আতঙ্কের প্রহর



সুপ্রভাত বাংলা: সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তুলনায় কম হলেও দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার রাতে জানিয়েছেন, আপাতত রাজ্যের আকাশ থাকবে মেঘলা। দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি পরিমাণে বৃষ্টি হবে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর ওড়িশা সংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। এর পাশাপাশি একটি ঘূর্ণবর্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫.৪ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। নিম্নচাপটি আরও দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু নিম্নচাপের ফেলে যাওয়া মেঘও দেবে বৃষ্টি। প্রভাব পড়বে ঘূর্ণাবর্তের ও। এই পরিস্থিতির প্রভাবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় শনি ও রবিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। কোথাও কোথাও অতি ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। সোমবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে। হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। সোমবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।

সম্পাদকীয়

দুয়ে দিলেই ২,৫০০

টাকা জরিমানা

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

হুড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছবির মত সুন্দর একাধিক জায়গা। যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিমেষে টেকা দিতে পারে দেশ বিদেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র গুলিকেও। ভারতবর্ষে রয়েছে এমনই এক রহস্যময় গ্রাম (Mysterious Indian Village)। যেখানকার মানুষ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ভাষাতেই কথা বলেন না, মেনে চলেন তাদের নিজস্ব নিয়ম। তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় প্রচলিত আইন সেখানে লাঘু হয়নি আজও। শুধু তাই নয়, এখানে প্রচলিত আছে এক অদ্ভুত নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী এই গ্রামের কোনো জিনিস ছুঁলেই দিতে হয় মোটা টাকার জরিমানা। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে, বহিরাগতরা এখানকার কোনো জিনিস স্পর্শ করলে ১,০০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। এমনকী গ্রামের কোনো দোকান থেকে জিনিস কেনার সময় দোকানদার সরাসরি পর্যটকদের হাতে জিনিস দেন না। ছোঁয়া এড়াতে ক্রেতা দোকানের বাইরে টাকা রেখে দেন বদলে দোকানদার মাটিতে জিনিস রেখে দেন। তাই হিমাচলপ্রদেশের কুঙ্গু জেলায় অবস্থিত এই গ্রামে প্রথমবার ঘুরতে গিয়ে, এখানকার নিতনতুন নিয়ম কানুন দেখে হতবাক হয়ে যান পর্যটকরাও। ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত হলেও মালানা গ্রামের মানুষজন চলেন নিজেদের স্বতন্ত্র রীতিতে। এই গ্রামের রয়েছে নিজস্ব সংবিধান। বহুদিনের পুরনো ঐতিহ্য মেনে গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিচালনা করে আসছেন আজও। মালানা গ্রামে নিজস্ব সংসদ রয়েছে যা ছোট এবং বড় দু'দুটি কক্ষ নিয়ে তৈরী। বড় কক্ষে

৭ দিনের মধ্যে জবাব
দিতে হবে মন্ত্রীদেৱ

মুপ্রভাত বাংলা: দ্রুত নিষ্পত্তিতে এবার কড়া পদক্ষেপ কর রাজা । এই বিষয়ে বিধানসভায় নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি জানিয়েছেন, উল্লেখ্য পর্বে ও বিষয়গুলির ওপর এবার থেকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষতর বা সিএমও থেকে নজরদারি চালানো হবে । পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট দক্ষতর মন্ত্রীদেরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধায়কদের জবাবদিহি করতে হবে । বিধানসভার অধিবেশনে 'উল্লেখ্য পর্ব' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ । এখানে বিধায়করা নিজেদের এলাকার নানা অভাব-অভিযোগ দাখিল ওয়া রাজা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তুলে ধরেন । কোন সেই বিষয়গুলি নিয়ে বাস্তবে আলো কোনও কাজ হয় কি না, তা নির্ধারণ দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ রয়েছে সব দলের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেই । সেই সমস্যা মেটাতেই এবার কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর নির্দেশ, উল্লেখ্য পর্বে ওঠা বিষয়গুলি সাতদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দক্ষতরে পাঠাতে হবে । একইসঙ্গে ওই তালিকার মন্ত্রীরা নায়িত্ব সিএমও-তেও পাঠাতে হবে । এই গোটা প্রক্রিয়ায় মন্ত্রীদের নায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী । তিনি জানিয়েছেন, বিধানসভার সচিবালয় থেকে নথি পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে নিজে সেই করে বিধায়কদের উত্তর দিতে হবে । কাজটা করা সম্ভব কি না, তা স্পষ্ট জানাতে হবে । করা না-পেলে কেন করা যাচ্ছে না, সেটাও ওই জবাবে উল্লেখ করতে হবে । প্রয়োজনে মন্ত্রীরা কামেশ্বরের জন্য বিধায়কদের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিতে পারবেন । গোটা বিষয়টির ওপর কড়া নজর রাখবে খোদা মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষতর তিনমাস অন্তর বিধায়কদের কাছে কমপ্ল্যায়স রিপোর্টও পাঠানো হবে । এই প্রসঙ্গে বিধানসভায় নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে আমি অনেক দিনের মেম্বর । উল্লেখ্য পর্বে এর আগে দেখেছি উল্লেখ্য পর্বে বিষয়গুলি সরকারি দক্ষতর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, তেমনভাবে কখনও গুরুত্ব দেন না । আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব আপননি সচিবালয় মহোদয়কে নির্দেশ দিন, উল্লেখ্য পর্বে যে বিষয়গুলি মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ্য করবেন, সাতদিনের মধ্যে সেটা যেন সরকারি দক্ষতরে পৌঁছান । মাননীয় মন্ত্রীদেরকে বলছি, আপনারদের সকলের সামনে লাভবান চলছে বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছেন । উল্লেখ্য পর্বে মন্ত্রীরা, বিধায়করা যে বিষয়গুলো উল্লেখ্য করেছেন, তার উত্তর আপনাদেরকে দিতে হবে । আপনি প্রশ্ন পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে নিজে সেই করে উত্তর দেবেন এবং যেটা করা সম্ভব, করতে হবে । যেটা করতে পারছেন না, কেন করতে পারছেন না তা জানানো । আর যদি সময় দরকার হয় সময় চেয়ে নেন ।" তিনি আরও বলেন, "আমি চাই উল্লেখ্য পর্বে মাননীয় সদস্যদের বলা বিষয়গুলো যেন যথাযথ সচিব পায়ে । একেই মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে তাঁর বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ আবেদন অনুরোধ করব । একটি তালিকা নিম্নে সিএমওতে আবার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছেও আপনারা পাঠিয়ে দেন । আমরা সিএমও থেকে মনিটরিং করব যাতে আপনাদের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখা যায় এবং আমি নিজে আপনাদেরকে কমপ্ল্যায়স রিপোর্ট তিনমাস অন্তর মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষতর থেকে পাঠিয়ে দেব, যাতে আপনাদের বলা বিষয়গুলি শুধু বলার জন্য নয়, সেটা কার্যকর হয় ।"

আজও টানে ভক্তদের

সুপ্রভাত বাংলা: রাজ্যের নামকরা কবিরাজদের ডাকা হলেও কেউই তাঁর রোগ সারাতে পারেননি। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও যখন কোনও ফল মিলছিল না, তখন দেনাবাদিনের মহাদেবের শরণাপন্ন হন রাজা। কথিত আছে, স্বয়ং মহাদেব তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে রোগমুক্তির উপায় বলে দেন। এরপরই স্বপ্নাদেশ মেনে দুর্গাপুরের কাকসার আড়াতে কালদিঘি পুকুরের পাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির।

নিয়মিত পূজার্চনা ও বিশেষ করে শিশুপূজার প্রচলন শুরু হয়, যা আজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন ডক্তরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির শুধু একটি ধর্মীয় স্থানই নয়, অসংখ্য ভক্তের আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে শ্রাবণ মাস এলেই এই মন্দির চত্বরে ভক্তদের ঢল নামে।

শ্রাবণের প্রতিটি সোমবারে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে আসেন। কারও কাঁধে বাক, আবার কেউ কলসিতে গঙ্গাজল নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পৌঁছান মন্দিরে। শিবলিঙ্গে সেই জল নিবেদন করে পূজা দেন এবং পরিবারের সুখ-শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সর্বস্বীন মঙ্গল কামনা করেন আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়। ভোর থেকেই ভক্তদের লাইন লেহন পেড়েছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে এবং দোলাও অগ্রীতকর ঘটনা এড়াতে মন্দির চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় কড়া পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকরাও ভক্তদের সারিবদ্ধভাবে দর্শন ও জল ঢালার কাজে সহযোগিতা করছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা এবং ভিড় সামলাতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে নির্বিঘ্নে সকল ভক্ত পূজা দিতে পারেন।



নারী নিরাপত্তায় বিশেষ কর্মসূচি



সুপ্রভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার: রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে খোদ আসরে নামলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে আলিপুরের একটি অতিথি নিবাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে বসিয়ে উচ্চপায়েঁর বৈঠক সারলেন তিনি। বৈঠকে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিভি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ পদস্থ কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ এবং বিএসএফের শীর্ষ আধিকারিকরাও। মূলত, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ছিল এই ম্যারামের বৈঠকের মূল লক্ষ্য। এ দিনের বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরে এক্স হ্যাণ্ডেলে একটি পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে তিনি লিখেছেন, “আজ কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের জন্য বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচি চালু করবে, যার মাধ্যমে নারী নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে। পাশাপাশি, রাজ্যে NIA-র আদলে ‘বিশেষ তদন্ত সংস্থা’ (SIA) গঠনের উদ্যোগ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করবে। বৈঠকে সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ দখলদারি উচ্ছেদ, পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং সাইবার নিরাপত্তা আরও জোরদার করার বিষয়েও দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।” জানা গিয়েছে, রবিবারের এই বৈঠকে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীকে। বাংলাদেশে সীমান্তে অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাসের বদল রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের ভরত্বে। সীমান্ত থেকে 50 কিলোমিটার ভিতর পর্যন্ত বিএসএফের নজরদারি আরও নিবিড় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অনুপ্রবেশ রুখতে রিয়েল টাইম আপডেট দেওয়া হবে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে। এর জন্য বিএসএফ এবং

রাজা পুলিশকে কাঁখে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। শুধু নজরদারিই নয়, ওই 50 কিলোমিটার এলাকার মধ্যে আধুনিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার দিকেও নজর দেবে সরকার। পাশাপাশি, বাংলাদেশ সীমান্তে কাটাভারের বেড়া দেওয়ার কাজও দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মাদক পাচার এবং মানব পাচার রূখতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে প্রশাসন। দেশবিরোধী যে কোনও কার্যকলাপ রূখতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে নিয়মিত তথ্য আদানপ্রদান করবে। মাওবাদী এবং নকশাল অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সাইবার অপরাধ রূখতে 1930 হেল্পলাইন নম্বরটিকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বৈঠকে। একইসঙ্গে রাজ্যের এসটিএফ এবং এটিএস-কে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক হিংসা বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সিবিআই তদন্তধীন মামলাগুলির অগ্রগতি নিয়েও এ দিন বিশদে আলোচনা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগের সরকারের আমলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বারবার সরব হয়েছিল বিরোধীরা। পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে পুলিশকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা করে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবারের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সেই বার্তাই আরও একবার জোরালো হল। অনুপ্রবেশকারীদের রূখতে বিশেষ এসওপি তৈরি থেকে শুরু করে নারীদের সুরক্ষায় গ্রামীণ জনসংযোগ, সব মিলিয়ে অপরাধীদের রোয়াত না করে কড়া হাতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ব্র-প্রিন্ট এ দিন চূড়ান্ত হয়ে গেল আলিপুরের বৈঠকে।

ত্রাণে ৩০ কোটি টাকার দুর্নীতি

সুপ্রভাত বাংলা! আমফান ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণ বিলিতে বড় আর্থিক দুনীতির অভিযোগ তুলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস, যিনি বিবি নামেও পরিচিত। তাঁর অভিযোগ, শুধু বজবজ-২ ব্লকেই প্রায় ৩০ কোটি টাকার দুনীতি হয়েছে। ভুয়ো নথি তৈরি করে এই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। অভিযোগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ও নথি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিজেপি নেতা। ২০২০ সালের ২০ মে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আমফান বাংলা ও ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়ে। সেই দুর্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা

ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্র সরকার ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের অর্থ বরাদ্দ করেছিল। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ২০ হাজার টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের অভিযোগ, সেই অর্থ বন্টনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, একই মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে বিভিন্ন এলাকার একাধিক ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের টাকা তোলা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বহু মানুষ সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, শুধুমাত্র বজবজ-২ ব্লকেই এইভাবে প্রায় ৩০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে।

রাজ্যের সর্বস্তরে

বাধ্যতামূলক

বাংলা ভাষা



পূর্ণাভা ত বাংলাঃ ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার আবশ্যিক করা হচ্ছে বলে বিধানসভায় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া একটি চিঠির সূত্র ধরেই রাজ্য সরকার এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে । একইসঙ্গে, বিগত সরকারের আমলে তৈরি হওয়া ২১ জুলাই তদন্ত কমিশনের রিপোর্টও জনসমক্ষে আনার কথা জানিয়েছেন তিনি । অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর সাম্প্রতিক তিন দিনের বঙ্গ সফরে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একটি চিঠি দিয়েছেন । ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা ওই চিঠিতে সরকারি স্তরে মাতৃভাষার ব্যাপক প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই উপদেশ মেনেই রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে । বিধানসভায় এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরে আমরা বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করলাম ।" প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে দিতেই এই সিদ্ধান্ত । জানা গিয়েছে, ভূমি সংস্কার কার্যালয় থেকে শুরু করে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত প্রশাসনের প্রত্যেকটি স্তরে এবার থেকে ফাইল পরিচালনা, দফতরের চিঠিপত্র এবং সরকারি নির্দেশিকায় গুরুত্ব পাবে বাংলা ভাষা । এমনকী পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করা, অভিযোগ নথিভব্বকরণ এবং পোর্টাল বা ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে । এই বিপুল কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অনুবাদক এবং পরিকাঠামো তৈরির কাজও রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেরে ফেলবে । তবে শুধু রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কাজ নয়, ভিন্ন রাজ্য বা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বাংলার ব্যবহারকে সমানভাবে প্রাধান্য দেওয়া হবে । এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন, "ভারত সরকার বা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষাতে চিঠিপত্র করব, উত্তর দেব তার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা বাংলা ভাষার পাশাপাশি হিন্দি ভাষাতেও উত্তর বা চিঠিপত্র আদান-প্রদান করব ।" অর্থাৎ, কেন্দ্রের কাছে পাঠানো চিঠির মূল বয়ান বাংলায় থাকলেও, সুবিধার্থে তার একটি হিন্দি অনুবাদও জুড়ে দেওয়া হবে । এই অনুবাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারত সরকারের তৈরি বহুভাষিক অনুবাদ সফটওয়্যার 'ভারতী'-র সাহায্য নেওয়া হতে পারে । ভাষা সংক্রান্ত এই বড় ঘোষণার দিনই আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । বিগত সরকারের আমলে গঠিত ২১ জুলাই তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি প্রাক্তন বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০১১ সালে ওই কমিশন গঠন করা হয়েছিল । সেই রিপোর্টের প্রসঙ্গ টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি পূর্বতন সরকারকে নিশান করেন । অধ্যক্ষের কাছে বিকেলে দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন "বিগত সরকার ২০১১ সালে আসার পর ২১ জুলাই কমিটি করেছিল রিটার্ডার্ড জাস্টিস সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যা ২১ জুলাই কমিশন নামে পরিচিত ছিল । আমি সেই রিপোর্ট আজকে বিকালে জনগণের সামনে প্রকাশ করব ।" বিরোধী শিবিরকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "জাস্টিস সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় যা রেকমেন্ড করেছিলেন, যার আগামিকাল ২১ জুলাই করবেন, তার ১৫ বছর সরকারে থেকে তা কতটা কার্যকর করেছেন আর করেননি, সেট বিকেলে তথা প্রমাণের ভিত্তিতে আমি বাংলার জনগণের সামনে রাখব ।" রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে মাতৃভাষা আবেগকে সম্মান জানানো এবং অন্যদিকে দীর্ঘদিনের পুরনো ২১ জুলাইয়ের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনে বিরোধীদের অস্বস্তিতে ফেলা— বিধানসভার এই অধিবেশনে কার্যত জোড়া রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাল দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।



তারেকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় হেলিকপ্টার থেকে পুণ্যার্থীদের ওপর পুষ্প বৃষ্টি

সুপ্রভাত বাংলাঃ হুগলি তারেকেশ্বরে মহাসমারোহে শুরু হয়েছে শ্রাবণী মেলা। ভক্তদের উপর পুষ্পবৃষ্টির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে সোমবার হেলিকপ্টার থেকে শেওড়াফুলি থেকে তারেকেশ্বর পর্যন্ত পুষ্প বৃষ্টি হবে আগেই জানিয়েছেন তিনি। এদিন সাতসকালেই হাজির হেলিকপ্টার। আকাশ থেকে হবে পুষ্পবৃষ্টি। উচ্ছ্বসিত তারেকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান। বলছেন, বাংলার মানুষ পরিবর্তনের রাম রাজত্ব নিয়ে এসেছেন। সেই রাম রাজত্বে দেবাদিদেব মহাদেবের যাঁরা ভক্ত আসছেন তাদের মাথায় যে ভাবে পুষ্প বর্ষণ করা প্রয়োজন সেটাই আমরা করছি।



বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানে বড় উদ্যোগ

সুপ্রভাত বাংলাঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে বড় উদ্যোগ নিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। জেলার চাকরিপ্রার্থীদের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করতে চালু করা হয়েছে PACE (Police Assistance in Career & Employment Enhancement) নামে একটি ওয়েবসাইট। সোমবার পুলিশ লাইনে এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করলেন জেলা পুলিশ সুপার পাণিয়া সুলতানা। ওই ওয়েবসাইটে ক্লিক করলেই কর্মসংস্থানের বিভিন্ন হদিস পাওয়া যাবে। কোন কোম্পানির জন্য কোথায় vacancy খালি রয়েছে,এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কত লাগবে,এর বেতন কত সমস্ত তথ্যই ওয়েবসাইটে থাকবে। চাকরি প্রার্থীরা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী সেই বিভাগে ফরম পূরণ করতে পারবেন। পুলিশ সুপার জানান, বর্তমানে ২৮টি বেসরকারি কোম্পানি PACE প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আগামী দিনে আরও বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।পুলিশ সুপার জানান, PACE ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। প্রতিটি বিজ্ঞপ্তিতে চাকরির ধরন, প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বেতন, কর্মস্থল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে। ফলে চাকরিপ্রার্থীরা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী পছন্দের চাকরির জন্য সরাসরি অ্যাপ থেকেই আবেদন করতে পারবেন। এতে চাকরি খোঁজার প্রক্রিয়া যেমন সহজ হবে, তেমনই কোম্পানিগুলিও দ্রুত উপযুক্ত প্রার্থী বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবে।এই উদ্যোগ মূলত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেকার যুবক-যুবতীদের কথা মাথায় রেখে নেওয়া হলেও, অন্য জেলার বাসিন্দা হলেও যদি বর্তমানে পশ্চিম

মেদিনীপুর জেলায় বসবাস করেন, তাঁরাও এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ পাবেন।পাণিয়া সুলতানা জানান, বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তারা আশ্বাস দিয়েছে যে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ স্থানীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি মোট নিয়োগের অন্তত ৩০ শতাংশ মহিলা প্রার্থী রাখার বিষয়েও ইতিবাচক সম্মতি মিলেছে। জেলা পুলিশের লক্ষ্য, এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় এক হাজার থেকে দেড় হাজার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।তিনি আরও জানান, প্রথম পর্যায়ে ২১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। এরপর ১ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদনপত্র যাচাই এবং ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের আগেই নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সামান্য কয়েকটি দিন পিছিয়েও যেতেও পারে।শুধু বেসরকারি চাকরির সুযোগ তৈরি করাই নয়, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও জেলার যুবসমাজকে আরও দক্ষ করে তুলতে জেলা পুলিশের উদ্যোগে সম্প্রতি শুরু হয়েছে 'প্রস্তুতি' নামে একটি পাইলট প্রকল্প। পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য আরও আত্মবিশ্বাসী ও প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারবেন জেলা পুলিশের এই দুই উদ্যোগ—PACE এবং 'প্রস্তুতি'—জেলার কর্মসংস্থান ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। একদিকে বেসরকারি সংস্থায় চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি, অন্যদিকে সরকারি চাকরির জন্য দক্ষ প্রার্থী তৈরি—দুই ক্ষেত্রেই এই উদ্যোগ পশ্চিম মেদিনীপুরের যুবক-যুবতীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পুলিশ সুপার।

পুলিশের মানবিক মুখ, শিব ভক্তদের পাশে নামখানা থানা



সুপ্রভাত বাংলাঃ শুভজিৎ শাসমল, নামখানা : শ্রাবণ মাস জুড়ে চল জল ঢালার ভিড়, তারেকেশ্বরের থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিব মন্দিরে জল ঢালতে ভিড় করেন হাজার হাজার ভক্ত। বরাহেনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নামখানা ব্লক এর বাসিন্দারাও। বকখালি, এবং বিভিন্ন নদী থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করে, নামখানাতে থাকা বিভিন্ন শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথ ক্লাস্ত শিবভক্তদের পাশে দাঁড়াল সুন্দরবন পুলিশ জেলার নামখানা থানা। রবিবার গভীর রাত থেকে লালপুল এলাকার কাঁকড়াবুড়ি মায়ের মন্দির সংলগ্ন স্থানে নামখানা থানার উদ্যোগে একটি জলছত্রের আয়োজন করা হয়।এই জলছত্রে শিবভক্তদের পানীয় জল, শুকনো খাবারসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। দীর্ঘ পথ হেঁটে আসা ভক্তদের সাময়িক বিশ্রাম ও প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থাও করা হয় এর পাশাপাশি নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে নামখানা থানার পুলিশকর্মীরা রাতভর এলাকায় মোতায়েন ছিলেন। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ সর্বক্ষণ তৎপর ছিল।নামখানা থানার এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বহু শিবভক্ত। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘ পথযাত্রার ক্লান্তির মধ্যে পুলিশের এই সহযোগিতা ও আন্তরিকতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং ভক্তদের যাত্রাকে অনেকটাই স্বস্তিদায়ক করে তুলেছে।

শ্রাবণের প্রথম সোমবারে তারেকেশ্বরের ছবি



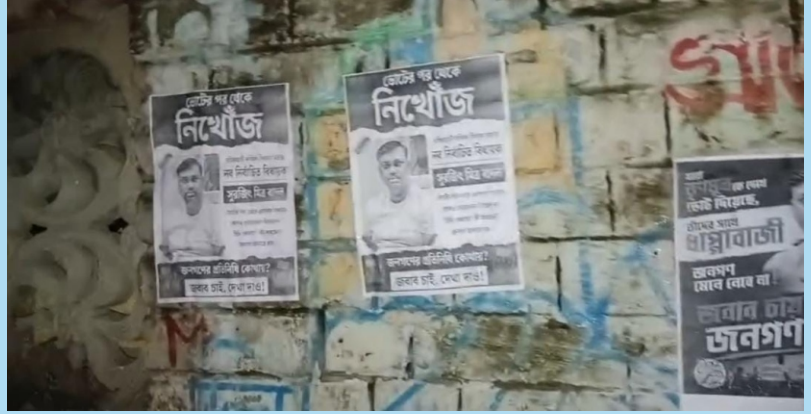
শহীদ দিবসকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের নতুন রসায়ন

সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজস্ব প্রতিনিধি মূল কথা হলো যখন রাজ্যে ভবানীপুর তৃণমূল ও ঋত তৃণমূলের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব চলছে, ঠিক সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের শহীদ মঞ্চে থাকছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। আর তা নিয়েই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। হঠাৎ মমতার ছবি কেন স্থান পাবে কংগ্রেসের শহিদ দিবসের মঞ্চে? কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করলেন কংগ্রেসের নেতারা।এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একুশে জুলাই পালন নিয়েই রাজনৈতিক মহলে বাড়তি উৎসাহ দেখা যেত। এবার একুশে জুলাই কলকাতার তিন জায়গায় পালন হবে। বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে শহিদ দিবস পালন করবে কালীঘাট তৃণমূল। আর ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল একুশে জুলাই পালন করবে গান্ধী মূর্তির সামনে। কংগ্রেসের শহিদ দিবসের মঞ্চ হবে শহিদ মিনারে। ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল স্পষ্ট করে দিয়েছে, তাদের মঞ্চে মমতার ছবি থাকবে না। তাহলে কংগ্রেসের মঞ্চে কেন থাকছে মমতার ছবি? কংগ্রেস নেতারা স্পষ্ট করলেন, মমতার বর্তমান কোনও ছবি তাঁদের মঞ্চে থাকবে না। আন্দোলনের সেই সময়ের ছবি থাকবে। সেখানে থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই দিনের ছবিও। কিন্তু মমতা কেন? প্রদেশ নেতৃত্বের মত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করেন। সেই আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে। সেই ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করা যায় না। অস্বীকার করা যায় না সেইদিনের আন্দোলনকে। মমতার ছবি যেমন মঞ্চে থাকছে, তেমনই কংগ্রেস কাঠগড়ায় তুলছে তৎকালীন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব মণীশ গুপ্তকে। যিনি পরে মমতার মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছিলেন। রবিবার শহিদ মিনারে সমাবেশের প্রস্তুতি কেমন অবস্থায় রয়েছে, তা সরেজমিনে দেখেন প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য পর্যবেক্ষক প্রকাশ জোশী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, অমিতাভ চক্রবর্তী, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ দুটো ভাগে তৈরি হচ্ছে। মূল মঞ্চে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে থাকবেন শহিদ পরিবার।



কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ কলকাতায় ICAR-CRIJAF পরিদর্শন করে পাটচাষের জন্য তিনটি অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন - বাস্ট ফাইবার ডেকার্টিকের, ফ্ল্যাক্সের জন্য লাইন ফাইবার এক্সট্রাক্টর এবং জুট হারভেস্টার।

২১ জুলাইয়ের সভার আগেই বসিরহাট দক্ষিণের তৃণমূলের বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র বিরুদ্ধে পোস্টার



সুপ্রভাত বাংলাঃ নিজেস্ব প্রতিনিধি বসিরহাট: বসিরহাটের দক্ষিণ বিধানসভার ঘটনা। পোস্টারে লেখা - বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র (বাদল মিত্র) বিধায়কের অবিলম্বে পদত্যাগ চাই / ভোটের পর থেকে সুরজিৎ মিত্র এর কোন দেখা নেই কোন এলাকায় / সাধারণ মানুষ বিভিন্ন রকম সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু তারপরেও বিধায়কের দেখা নেই তাই অবিলম্বে এই বিধায়কের পদত্যাগ চাইবসিরহাটের গাছা/ আঁখারপুর/ ইটিডা/ সহ একাধিক জায়গায় রাতের অন্ধকারে পড়ল এই পোস্টার। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের বিধায়ক সুরজিৎ মিত্র বলেন- এটা আমার বিরুদ্ধে পুরোটাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে , যিনি আমার বিরুদ্ধে বিজেপি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে জিততে না পারলেও সে মনে পড়ছে সে জিতে গেছে। তাই আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের দলের সাধারণ কর্মী সমর্থক মেধার প্রধানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দিয়ে তাদেরকে এলাকার ছাড়া করছে। এটা কালীঘাট পন্থী তৃণমূল বা ঋতব্রত তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়।

ডিপিএসসি ও ডিআই অফিসে ডেপুটেশন ABRSM-এর

সুপ্রভাত বাংলাঃ আবুল কায়ুম গাজী, উত্তর ২৪ পরগনা: জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষাব্যবস্থার চরম অসামঞ্জস্য সামনে আসছে। একদিকে এমন বহু স্কুল রয়েছে যেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকলেও ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত কম, ফলে কার্যত শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি হলেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই—ফলে পড়াশোনার মান তলানিতে ঠেকছে। এই দ্বিমুখী সমস্যায় পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব পড়ছে বলে অভিযোগ শিক্ষকদের একাংশের। শিক্ষকদের দাবি, এই পরিস্থিতির মূল কারণ আগের সরকারের আমলে পরিকল্পনাহীন ও স্বেচ্ছাচারী শিক্ষক বদলি নীতি। অভিযোগ উঠেছে, কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড বা বাস্তব চাহিদা বিবেচনা না করেই বহু শিক্ষককে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে স্থানান্তর করা হয়েছে। এর ফলেই আজ কোথাও শিক্ষক অতিরিক্ত, আবার কোথাও মারাত্মক শিক্ষক সংকট তৈরি হয়েছে। এই জটিল পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের দাবিতে ABRSM শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষকরা ডিপিএসসি (District Primary School Council) ও জেলা ডিআই (District Inspector of Schools) অফিসে ডেপুটেশন জমা দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্কুলভিত্তিক বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক পুনর্বিন্যাস, শিক্ষক বদলির ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন, শিক্ষক সংকটে ভোগা স্কুলগুলিতে দ্রুত নিয়োগ বা বদলি ব্যবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখতে জরুরি পদক্ষেপ।শিক্ষকদের বক্তব্য, এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে শিক্ষার মান আরও অবনতি ঘটবে এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেক ক্ষেত্রে একটি বা দু'জন শিক্ষক দিয়ে পুরো স্কুল চালাতে হচ্ছে, যা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠছে। আবার কোথাও শিক্ষক সংখ্যা বেশি হলেও ছাত্র না থাকায় শিক্ষকদের দক্ষতা ও সময় অপচয় হচ্ছে। এদিন ডিপিএসসি ও ডিআই অফিসে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলে জেলা ডিআই কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। প্রশাসনের এই নীরবতায় সমস্যার দ্রুত সমাধান নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বাড়ছে বলেই মনে করছেন শিক্ষক মহল। শিক্ষা ব্যবস্থার এই অচলাবস্থা কাটাতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। এখন দেখার, প্রশাসন এই গুরুতর সমস্যার সমাধানে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ফোন নিয়ে স্কুলে প্রবেশে কড়াকড়ি, নির্দেশিকা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের

সুপ্রভাত বাংলাঃ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের স্বীকৃত সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সেই নির্দেশিকায় শ্রেণিকক্ষ, পরীক্ষাকেন্দ্র, প্রার্থনাসভা-সহ স্কুল চলাকালীন সমস্ত শিক্ষামূলক কার্যক্রমে পড়ুয়াদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে বলা হয়েছে। শিক্ষা দফতরের প্রশাসনিক শাখার একটি স্মারকের ভিত্তিতেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের স্কুলে মোবাইল ফোন না-আনার জন্য পরামর্শ দেবে। বিশেষ করে ক্লাস চলাকালীন, পরীক্ষা কেন্দ্রে, প্রার্থনাসভা কিংবা অন্য কোনও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। তবে, কোনও বিশেষ বা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আগাম অনুমতি থাকলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যেতে পারে। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, দূর থেকে স্কুলে আসা, চিকিৎসাজনিত প্রয়োজন বা অন্য কোনও প্রকৃত জরুরি কারণ থাকলে পড়ুয়ারা মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখতে পারবে। তবে, সেই ক্ষেত্রেও মোবাইল ফোন অবশ্যই বন্ধ অথবা সাইলেন্ট মোডে রাখতে হবে এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া স্কুল চলাকালীন তা ব্যবহার করা যাবে না। বিদ্যালয়গুলিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মোবাইল ফোন নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেও পরামর্শ



দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। কোথাও প্রয়োজনে ফোন জমা রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত না-হয় এবং একই সঙ্গে পড়ুয়াদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা যায়। শুধু নিষেধাজ্ঞা জারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি এই নির্দেশিকা। শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ডিজিটাল ডিভাইসের দায়িত্বশীল ও নৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অভিভাবকদেরও সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সন্তানদের মোবাইল ফোন নিয়ে স্কুলে না-পাঠানোর আবেদন জানানো হয়েছে

অভিভাবকদের। কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে, অভিভাবকরা সরাসরি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়কে নিয়মিত সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। সেখানে ডিজিটাল সুস্থতা, সাইবার নিরাপত্তা, প্রযুক্তির সঠিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং মনোযোগী শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্ব নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সচেতন করতে পরামর্শ দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

অভিষেকের ছবিতে জুতোর মালা



সুপ্রভাত বাংলাঃ তৃণমূল সাংসদের একটি মন্তব্যের বিরুদ্ধে এভাবেই প্রতিবাদ জানানেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। সোমবার দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করে বিজেপি। প্রসঙ্গত, গত শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বহুতল কার্যালয় বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছিল, এই কার্যালয়টি একটি বেআইনি নির্মাণ। এটি সরিয়ে নেওয়ার জন্য 15 জুলাই দুটি নোটিশ দেওয়া হলেও তার কোনও জবাব দেওয়া হয়নি বলেও প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়। তার পরেই বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এই কার্যালয়। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, এই কার্যালয় থেকেই ভোট লুটের পরিকল্পনা করা হতো। আরও অভিযোগ, সাংসদের লোকসভা এলাকায় অবস্থিত এই বহুতল দফতরটি বেআইনি নির্মাণ ছিল। এর মালিকানায নাম রয়েছে অভিষেকের বাবা-মায়ের। জমিটি 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর নামে রয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়েই অভিষেক ঈশিয়ারির সুরে বলেন, "প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে, এটা যেন বিজেপি নেতারা ভুলে না-যান।" একথা বলে তিনি বলেন, 2031 সালে তাঁরা ক্ষমতায় ফিরলে এই সব ঘটনার পালাটা জবাব দেওয়া হবে। তিনি একে 'প্রতিহিংসার রাজনীতি' বলার পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলেন, "যে আইনের যে ধারার বলে আজ তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙা হচ্ছে, রাজ্যে সরকার বদলালে সেই একই আইনের একই ধারায় বিজেপির একটা পার্টি অফিসও পশ্চিমবঙ্গে রাখা হবে না।" এরপরেই অভিষেক বলেন, "2031 সালে ফের ক্ষমতার বদল হলে এ রাজ্যে বিজেপির কার্যালয় আর থাকবে না, কারণ সব ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে।" তাঁর এই মন্তব্যের পরই স্কোভ জম্মেছে বিজেপি শিবিরে। অভিষেক 'উষ্কানিমূলক মন্তব্য' করেছেন বলে দাবি করে দুর্গাপুরে স্কোভে ফেটে পড়েন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। ডায়মন্ডহারবারের সাংসদের ছবিতে জুতোর মালা পরিয়ে তার উপর একের পর এক ডিম ফাটানো হয়। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, এই ধরনের বক্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে অশান্ত করে তুলছে। বিজেপির ওবিস মোর্চার জেলা সম্পাদক স্বাহীন রায় বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের উষ্কানিমূলক কথাবার্তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাই তাঁর ছবিতে ডিম নিক্ষেপ করেছি এবং জুতোর মালা পরিয়ে প্রতীকী বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আগামী দিনেও যদি এই ধরনের উলটোপালটা মন্তব্য করা হয়, তাহলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব।" এবিষয়ে

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে তোপ খগেনের



সুপ্রভাত বাংলাঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করলেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মু। তাঁর সাফ কথা, তৃণমূলের আমলে শুধু চুরি ছাড়া আর কোনও কাজ হয়নি। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর চোরদের দল হয় গা ঢাকা দিয়েছে অথবা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে সাংসদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য আদর্শ রাম-সহ আরও অনেকে। সাংসদ জানান, রোগীরা বিনামূল্যে এই অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করতে পারবেন। এদিকে, দীর্ঘদিন ধরেই হরিচন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে তাঁদের। এলাকার লক্ষাধিক মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পর্যাপ্ত চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্যকর্মী নেই। সেই সুযোগে এলাকায় রমরমিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন হাতুড়ে চিকিৎসকরা। সাপ্তাহিক হাটে রীতিমতো চেয়ার করে চলছিল তাঁদের 'স্বাস্থ্য ব্যবসা'। অস্ত্রোপচারও করছিলেন তাঁরা। ইতিভি ভারতে সেই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসেছিল জেলা স্বাস্থ্য দফতর। বন্ধ করে দেওয়া হয় হাতুড়ে চিকিৎসকদের কার্যকলাপ। বিষয়টি সাংসদের কাছে তুলে ধরতেই তিনি বলেন, "যারা কোনওদিন ডাক্তারির 'ড' পড়েনি, তাদেরই বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়োগ করেছিল তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে দিয়ে ডাক্তার বানিয়েছিলেন। এসব আর চলবে না। এখন থেকে প্রকৃত চিকিৎসকদেরই এই হাসপাতালে নিয়োগ করা হবে। শুধু চিকিৎসক পদেই নয়, সমস্ত সরকারি পদে যোগ্যদের নিয়োগ করবে সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংকল্প পত্র প্রকাশের সময় বলেছিলেন, 45 দিনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সমস্যা সমাধান করার কাজ চালু হবে। সেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।" সাংসদ আরও বলেন, "তৃণমূলই কোয়াক ডাক্তার বানিয়েছিল। শুধু এখানে নয়, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও কোয়াক ডাক্তার ঢোকানো হয়েছিল।" প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বিজেপি সাংসদ বলেন, "তিনি আবার সব বিষয়ে পারদর্শী! সমস্ত সার্টিফিকেট তাঁর রয়েছে। তিনি একাধারে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, বিজ্ঞানী-সব কিছু। তাঁর আমলেই এই রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো হাতুড়ে ডাক্তারখানা শুরু হয়েছিল। এখন তারা নিজেরাই সেসব ভেঙে দিচ্ছে। সিভিক-নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। যাদের ন্যূনতম যোগ্যতা নেই তাদের সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এখন সিভিকদের পরীক্ষা হবে। যারা পরীক্ষায় পাশ করবে তাদের কাজ থাকবে, নয়তো চাকরি থাকবে না। সমস্ত ক্ষেত্রেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে

সুপ্রভাত বাংলা ফের বিশ্বসেরা স্পেন



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

বিশ্বমঞ্চে, লুইস দে লা ফুয়েঁতের হাত ধরে সেই তিকিতাকা'র যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে। মাঝের সময়ে তিন-তিনটি বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর গণ্ডি না-পেরনো স্পেন ফের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। 'স্প্যানিশ আর্মাডা'য় তছনছ আর্জেন্টিনার খেতাব ধরে রাখার স্বপ্ন। গতবারের বিশ্বসেরাদের 1-0 গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ঘরে তুলল 'লা-রোজা'। বিশ্বের তৃতীয় দেশ হিসেবে আর্জেন্টিনার সামনে সুযোগ ছিল খেতাব ধরে রাখার। কিন্তু তিকিতাকায় খেই হারিয়ে ব্রাজিল, ইতালির সমগোত্রে বসা হল না 'লা-আলবিসেলেস্তে'র। দ্য লাস্ট ডালসে মেসির সামনেও ছিল একাধিক রেকর্ডের হাতছানি। প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টানা খেতাব জয়ের হাতছানি, প্রথমবার গোল্ডেন বুটের হাতছানি এমনকী বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ারও হাতছানি। স্প্যানিশ রক্ষণের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে সেসব হাতছাড়া করলেন আর্জেন্টাইন মায়েস্ত্রো। নির্ধারিত নব্বই মিনিট ধরে সারা মাঠে পাসের মায়াজাল বুনেলও গোল কিছুতেই পাচ্ছিল না স্পেন। সংযুক্তি সময়ে এঞ্জো ফার্নান্ডেজের দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়া খানিকটা সুবিধা করে স্পেনের। শেষপর্যন্ত 106 মিনিটে বক্সে ভেসে আসা ক্রস হেডে সুপার-সাব ফেরান তোরেসের জন্য নামিয়ে দেন নিকো উইলিয়ামস। বাঁ-পায়ের জোরালো ভলিতে সেই বল জালে রেখে 2010 ফাইনালে আন্দ্রে ইনিয়েস্তার জয়সূচক গোলের স্মৃতি উসকে দেন বার্সা তারকা। ফিরিয়ে আনেন 2014 বিশ্বকাপ ফাইনালে সুপার-সাব হয়ে জার্মানির মারিয়ো গোৎজে'র নায়ক হওয়ার স্মৃতিও ে, যাঁর কৃতিত্ব ও প্রভাব আগামী প্রজন্মের কাছেও সমানভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চলতি বিশ্বকাপে পিছিয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে জ্বলে ওঠার একাধিক নিদর্শন রেখেছে 'লা-আলবিসেলেস্তে'। কিন্তু স্পেনের দুর্ভেদ্য রক্ষণ বোধহয় বাকিদের থেকে আলাদা। তাই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বারের জন্য ভাঙেনি স্প্যানিশ রক্ষণের ডেডলক। তবে কেবল রক্ষণ কেন? আক্রমণের নিরিখেও এদিন স্পেনের কাছে ভেঁতা নীল-সাদা জার্সিধারীরা। সারা ম্যাচে 68 শতাংশ বল নিজেদের পায়ে রেখে গোলে 11টি শট রাখে ইউরোপ জায়ন্টরা। পক্ষান্তরে সারা ম্যাচে একটিও শট অন-টাগেট রাখতে ব্যর্থ। লিয়োনেল মেসি স্পেনের রক্ষণে বোতলবন্দি হয়ে থাকায় সব জরিজুরি শেষ আর্জেন্টিনার।

